দৈনিক ইনকিলাব

21 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

# শিক্ষাঙ্গন

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব

অধ্যয়নই ছাত্র জীবনের অন্যতম ব্রত হলেও তার পাশাপাশি চরিত্র গঠন, স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যগুলো যথার্থভাবে সম্পন্ন করার মধ্যেই যথার্থ ছাত্র জীবনের সার্থকতা। ক্যাডেট এবং প্রি-ক্যাডেট স্কুলগুলোতে এর যথার্থ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ স্কুলেই অনুরূপ ব্যবস্থা নেই বললে চলে। তাই ছাত্রদের তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে তৎপর হতে হয়।

উপযুক্ত গাইডের অভাবে মেধাবী ছাত্রদেরও মেধা ক্রমশঃ বিনষ্ট হতে থাকে। আবার যথার্থ শিক্ষা পেলে একজন কম মেধাসম্পন্ন ছাত্রও তার নৈতিক চরিত্রের মান উন্নয়নে তৎপর হতে পারে। তাই ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশের জন্য তাদের যথার্থ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে।

ছাত্ররাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সঙ্গদোষ বা পড়াশোনায় উদাসীনতার কারণে কোন ছাত্র যদি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ থেকে যায় তাহলে তার মধ্যে অবক্ষয়ের বীজ বপন হয়।

তাই ছাত্রদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বা আত্মসচেতনতা বোধ একান্ত প্রয়োজন। কেননা এই আত্মবিশ্বাস তাকে চরম অবক্ষয়ের হাত হতে রক্ষা করে বিপদে বন্ধুর ভূমিকা পালন করে। জন্মগতভাবে যারা আত্মবিশ্বাস অর্জন করে তারা সৌভাগ্যবান। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রকেই তা তার নিজের যোগ্যতায় অর্জন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ছাত্রদের তাদের পাঠ্যপুস্তকে অন্যান্য বিষয়াদির সাথে একটি বিশেষ বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা পরিদপ্তর ছাত্রদের পছন্দানুযায়ী একটি বিশেষ বিষয়কে নৈর্বাচনিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করবেন।

এতে করে ছাত্ররা তাদের পছন্দের বিষয়টি মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। ফলশ্রুতিতে পাঠ্যক্রমে সংযোজিত অন্যান্য বিষয়াদির প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে।

পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কৌতূহল যা-ই বলা হোক না কেন সেটা মূলতঃ পাঠের অভ্যাস থেকেই গড়ে উঠে। এ ক্ষেত্রে যদি ছাত্রদের তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিষয় মনোনীত এবং পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে একদিকে যেমন তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হবে, অন্যদিকে তার নিজের জন্য তৈরী হবে একটি আলাদা জগৎ এবং পরিবেশ।

আমাদের দেশে ছাত্রদের তাদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বাইরে পড়াশোনা করতে হয়। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তাদের গণ্ডিবদ্ধ বিষয়াদির প্রতি নিবিষ্ট রাখা হয়। আমাদের দেশে শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয় ছাত্র-শিক্ষকের মতামতের তোয়াক্কা না করেই।

অথচ পশ্চাত্য দেশের শিক্ষা পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে প্রতি বছরই যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষকদের মতামতই অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও সেই মানদাতা আমলের কার্যক্রম অনুসরণ করে আসছে।

বিদেশী শিক্ষার ধারক ও বাহক কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে আনুষঙ্গিক শিক্ষার নামে ব্যবসার মুনাফা লুটে ফুলে-ফেঁপে উঠছেন— এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী। পক্ষান্তরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শোচনীয় দুর্দশার চিত্র তো প্রতিদিনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। এই চিত্র থেকে সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই মুক্ত নয়।

আর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শোচনীয় দুর্দশার কথা তো বলাই বাহুল্য। ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার দায়িত্ব আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর। তাই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহল আত্মত্যাগী এবং দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ রাখবেন এটাই আমাদের কাম্য।

ফারহানা ইসলাম (জয়া)